

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

176290 - আশুরার রোযার মাধ্যমে ছগরি গুনাহ মাফ হবে; কবরি গুনাহ তওবা ছাড়া নয়

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি যদি মদ্যপ হই এবং আগামীকাল ও এর পরের দিন (মুহররম এর ৯ তারিখ ও ১০ তারিখ) রোযা রাখার নয়িত করি আমার রোযা কি ধরতব্য হবে এবং এর মাধ্যমে আমার বগিত এক বছর ও আগত এক বছরের গুনাহ মাফ হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যে রোযার মাধ্যমে আল্লাহ দুই বছরের গুনাহ মাফ করেন সেটো আরাফার দিনের রোযা। আর আশুরার রোযার মাধ্যমে আল্লাহ এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করেন। আরাফার দিনের রোযার ফযলিত সম্পর্কে জানতে [98334](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন। আর আশুরার রোযার ফযলিত সম্পর্কে জানতে [21775](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

দুই:

নঃসন্দেহে মদ পান করা কবরি গুনাহ। বিশেষতঃ পুনঃপুনঃ পান করতে থাকা। কারণ মদ হচ্ছে সকল অশ্লীলতার মূল। এটি সকল অনষ্টিরে পথ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদরে সাথে সম্পূক্ত দশ ব্যক্তিকে লানত করছেন। ইমাম তরিমযি (১২৯৫) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদরে সাথে সংশ্লিষ্ট দশ ব্যক্তির ওপর লা'নত করছেন: যে মদ তৈরি করে, যে মদ তৈরি নব্বিশে দেয়, যে মদ পান করে, যে মদ বহন করে, যার জন্ম মদ বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়, যে মদ পান করায়, যে মদ বিক্রি করে, যে মদরে আয় ভোগ করে, যে মদ ক্রয় করে, যার জন্ম মদ ক্রয় করা হয়।” [আলবানি 'সহহিত তরিমযি' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

আপনার আবশ্যকীয় কর্তব্য হচ্ছে- মদ পান বর্জন করা, মদরে নশো থেকে তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহহি হাদিসে এসেছে: আরাফার দিনের রোযা দুই বছরের পাপ মচোন করে। আশুরার দিনের রোযা এক বছরের পাপ মচোন করে। কিন্তু ‘পাপ মচোন’ করে এই শর্তবধিক্ত কথার দ্বারা তওবা ছাড়া কবরি গুনাহ মফ হওয়াটা আবশ্যিক হয় না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘এক জুমা থেকে অপর জুমা এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান’ এর ব্যাপারে বলছেন: “মাঝের সব গুনাহকে মচোন করে যদি কবরি গুনাহ থেকে বরিত থাকা হয়।” সবার জানা আছে যে, রোযার চয়ে নামায উত্তম এবং আরাফার রোযার চয়ে রমযানের রোযা উত্তম; অথচ কবরি গুনাহ থেকে বরিত না থাকলে এগুলোর মাধ্যমে পাপ মচোন হয় না; যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এই হাদিসে) শর্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং কভিবে কল্পনা করা যায় যে, এক, দুই দিনের নফল রোযার মাধ্যমে ব্যভচার, চুরি, মদ পান, জুয়া, যাদু ইত্যাদি গুনাহ মফ হব? অর্থাৎ এ ধরণের গুনাহ মফ হব না।” [আল-ফাতাওয়া আল-মসিরিয়া (১/২৫৪) সংক্ষিপ্ত ও সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলেন:

“কটে কটে বলে যে, আশুরার রোযা গোটো বছরের পাপ মচোন করে। আর আরাফার রোযা সওয়াব বৃদ্ধির জন্য অবশিষ্ট থাকল। এই প্রবঞ্চতি লোকটি জানে না যে, রমযানের রোযা ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায আরাফার রোযা ও আশুরার রোযার চয়ে উত্তম ও মহান। অথচ এগুলোর মাধ্যমে কবরি গুনাহ থেকে বরিত থাকার শর্তে পাপ মচোন হয়। তাই এক রমযান থেকে অপর রমযান, এক জুমা থেকে অপর জুমা ‘সগরি গুনাহ’ মচোন করানোর মত শক্তি পায় না; যদি না এর সাথে কবরি থেকে বরিত থাকা হয়। বরঞ্চ দুইটি বিষয় একযোগে হওয়ার পর সগরি গুনাহ মফ হয়।

তাহলে কভিবে একদিনের নফল রোযা বান্দা কর্তৃক পুনঃপুনঃ সম্পাদতি সকল কবরি গুনাহকে তওবা ছাড়া মফ করা হবে? এটা অসম্ভব।

তবে ‘আরাফার রোযা ও আশুরার রোযা সারা বছরের পাপ মচোন করে’ এই সাধারণ অর্থ ধরলে এটা আশ্বাসমূলক দলিলগুলোর অন্তর্ভুক্ত হতে কোন বাধা নেই; যে দলিলগুলোর ক্ষেত্রে শর্ত পাওয়া ও প্রতবিন্দকতা মুক্ত হওয়া প্রযোজ্য। তখন পুনঃপুনঃ কবরি গুনাহ-তে লপ্ত হওয়া গুনাহ মচোনের ক্ষেত্রে প্রতবিন্দক হব। আর কবরি গুনাহ-তে পুনঃপুনঃ লপ্ত না হলে তখন রোযা ও কবরি গুনাহ-তে পুনঃপুনঃ লপ্ত না-হওয়া এ দুটো যৌথ সহযোগিতার ভিত্তিতে সকল গুনাহ মচোন করবে। যমেনভিবে রমযানের রোযা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং কবরি গুনাহ হতে বরিত থাকা যৌথ সহযোগিতার ভিত্তিতে ছগরি গুনাহগুলোক মচোন করে। তবে আল্লাহ তাআলা যে বলছেন, “তোমাদেরকে যা নষিধে করা হয়েছে তার মধ্যে যা কবরি গুনাহ তা থেকে বরিত থাকলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলো মার্জনা করে দি।” [সূরা নসি, আয়াত: ৩১]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এর থেকে জানা যায় যে, কোন একটি বিষয়কে পাপ মচোনরে কারণ বানানো হলওে অন্য একটি কারণ এই কারণরে সাথে একত্রতি হয়ে পাপ মচোনরে যতই সহযোগিতা করতবে কোন বাধা নহে। আর দুইটি কারণ যতইভাবে একটি কারণরে চয়ে পাপ মচোনরে শক্তি বিশেষি রাখে। ‘কারণ’ যত শক্তিশালী হববে পাপ মচোনরে ক্ষমতা তত অধিক হববে।”[আল-জাওয়াব আল-কাফি, পৃষ্ঠা-১৩ থেকে সমাপ্ত]

আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, “যে ব্যক্তি মদ পান করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহ তার নামায় কবুল করনে না। সে তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবনে। সে যদি পুনরায় তা পান করে তবে আল্লাহ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায় কবুল করবনে না। যদি তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবনে। আবার যদি সে তা পান করে তবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায় কবুল করবনে না। কিন্তু সে যদি তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবনে। চতুর্থবার পুনরায় সে যদি তা পান করে তবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায় কবুল করবনে না এবং তওবা করলেও আল্লাহ তার তওবা কবুল করবনে না। পরন্তু তাকে ‘নহর-খাবাল’ (জাহান্নামীদের পূজরে নহর) থেকে পান করাবনে।”[সুনানে তরিমযি (১৮৬২), আলবানি ‘সহিহু তরিমযি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

মুবারকপুরী ‘তুহফাতুল আহওয়াযি’ গ্রন্থে বলেন:

বিশেষভাবে নামায়কে উল্লেখ করা হয়েছে যেহেতু শারীরিক ইবাদতরে মধ্যে নামায় সর্বোত্তম ইবাদত। অতএব, নামায় যদি কবুল না হয় অন্য ইবাদত কবুল না হওয়া আরও অধিক যুক্তযুক্ত। [তুহফাতুল আহওয়াযি (৫/৪৮৮) থেকে পরমির্জতি ও সমাপ্ত]

একই ধরণরে কথা ইরাকিও মুনাওয়তি বলছেন।

আরও জানতে দেখুন: [38145](#) নং প্রশ্নোত্তর।

অতএব, পুনঃপুনঃ মদ পান করতবে থাকলে যদি ইবাদতগুলো কবুল না হয় তাহলে আশুরার রোযা কভাবে কবুল হববে? আর কভাবে এক বছরে পাপ মচোন করববে?!

আপনার কর্তব্য হচ্চে- অবলিম্বে খালসে ও বিশ্বস্ত তওবা করা এবং মদ পানরে মত জঘন্য যবে কাজ করে আসছেন তা ছড়ে দয়ো এবং আপনি যবে কসুররে মধ্যে আছেন সতৌর ঘাটতি পূরণরে চেষ্টা করা। বেশি বেশি নিকেরি কাজ করা। আশা করি আল্লাহ আপনার তওবা কবুল করবনে, ইতপূর্ববে আপনি যবে কসুর করছেন ও আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করছেন তা এড়িয়ে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যাবনে।

তনি:

এতক্ষণ আমরা যা উল্লেখ করেছি এগুলো আরাফার দনি রোযা রাখা, আশুরার দনি রোযা রাখা কিংবা আপনার ইচ্ছানুযায়ী নামায, রোযা, সদকা ও কুরবানি ইত্যাদি অন্য যত কোন নফল আমল করার ক্ষেত্রে কোন বাধা নয়। কারণ মদ পান করা এ সকল ইবাদত পালনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে না। কবরী গুনাহ-তে লিপ্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আপনি নিজেকে অন্য সকল নকী ও ভাল কাজ থেকে দূরে রাখবেন; এতে তা অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকবে। বরং আপনি অবলিম্ব তওবা করুন, মদ পান ছেড়ে দনি, বেশি বেশি নিকে কাজ করুন; এমনকি কখনও কুপ্রবৃত্তি যদি কোন গুনাহ করার ক্ষেত্রে আপনাকে পরাভূত করে ফেলে তবুও।

কেননা আমল সঠিক হওয়া ও কবুল হওয়া এক জনিসি; আর এক বছর বা দুই বছরে গুনাহ মোচনরে বিশেষ মর্যাদা লাভ করা অন্য জনিসি।

জাফর বনি ইউনুস বলেন:

একবার তনি শামরে এক কাফলোর যাত্রী ছিলেন। আরব দস্যুরা কাফলোর উপর হামলা করে কাফলোককে পাকড়াও করল। দস্যুরা কাফলোককে দস্যুনতোর কাছে পশে করল। সবে এক খলবি বেরে করল; এর ভিতরে চনি ও বাদাম ছিল। দস্যুরা সবাই এগুলো খলে। কনিতু দস্যুনতো কছিই খলে না।

আমি বললাম: তুমি খলে না কেন? সবে বলল: আমি রোযাদার!

আমি বললাম: তুমি ডাকাত কর, সম্পদ ছনিয়ে নাও, মানুষ হত্যা কর। আবার রোযাও থাক?!

সবে বলল: শাইখ, আমি সংশোধনরে জন্য কছি সুযোগ রাখছি!!

একটা সময় পর আমি তাকে ইহরাম অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে দেখে বললাম: তুমি সেই লোক না?

সবে বলল: সেই রোযা আমাকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসছে!! [তারিখু দমিশক্ (৬৬/৫২)]

আরও জানতে দেখুন: 14289 নং প্রশ্নোত্তর।